বিএসএফের গুলিতে নিহত ২ যুবকের মরদেহ একমাস পরেও ফেরত পায়নি পরিবার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত দুই যুবকের মরদেহ ফেরত আনতে দীর্ঘ সময়েও কোনো অগ্রগতি নেই। মাস পার হয়ে গেলেও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) মরদেহ ফেরত না দেওয়ায় নিহতদের পরিবারে চলছে গভীর শোক ও ক্ষোভ।

পরিবারগুলোর দাবি, বিজিবির গাফিলতি ও কার্যকর পদক্ষেপের অভাবেই মরদেহগুলো দেশে আনা সম্ভব হয়নি।

জানা যায়, গত ২৭ এপ্রিল রাতে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান। ঢাকায় গাড়ি চালানো ওবাইদুর সেদিন রাতে কয়েক বন্ধুর সঙ্গে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের মধুপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধাওয়া দিলে অন্যরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়েন ওবাইদুর। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। পরে সীমান্তের ভারতীয় অংশে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিএসএফ মরদেহ নিয়ে যায়, কিন্তু এতদিনেও তা ফেরত দেওয়া হয়নি।

মা নাসিমা খাতুন বলেন, “ছেলের লাশ ফিরে পেলে তাকে দাফন করে অন্তত মনকে বোঝাতে পারতাম যে সে আমার কাছেই আছে। বিজিবির কাছে বারবার গিয়েও কিছু হয়নি।”

আরেক যুবক ওয়াসিমের মরদেহ নদীতে ভেসে থাকতে দেখা যায় গত ৬ এপ্রিল ভারতে প্রবেশ করেন বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ওয়াসিম ও আরও কয়েকজন। হাবাসপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যদের ধাওয়া খেলে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ওয়াসিম ধরা পড়েন। ১১ এপ্রিল সন্ধ্যায় ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাংলাদেশি কৃষকেরা। পরে স্থানীয়রা নিশ্চিত হন, মরদেহটি ওয়াসিমের এবং সেটি ভারতের অংশে অবস্থান করছে। বিএসএফ পরে মরদেহটি নিয়ে যায়।

ওয়াসিমের বড় ভাই মেহেদী হাসান বলেন, “ছবিতে নিশ্চিত হওয়ার পর বিজিবিকে জানাই। তারা লিখিত অভিযোগ নিলেও কয়েকদিন পর জানায়, আমাদের পক্ষে মরদেহ আনা সম্ভব নয়।”

মা ফিরোজা খাতুন বলেন, “বিজিবি বলছে, পাসপোর্ট-ভিসা করে নিজেরাই ভারতে গিয়ে মরদেহ আনতে হবে। আমরা গরিব, মুর্খ মানুষÑএভাবে কীভাবে মরদেহ আনব?”

মরদেহ ফেরত আনার ব্যাপারে ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন,‘বিএসএফ জানিয়েছে ওয়াসিমের মরদেহটি ভারতের পুলিশের কাছে আছে। তারা তার মরদেহটির ময়নাতদন্ত করেছে। ভারতীয় পুলিশের ভাষ্যমতে,মরদেহ নিতে হলে বৈধভাবে ভারতীয় পুলিশের কাছে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে উপযুক্ত প্রমাণ ও সনাক্ত শেষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দুতাবাস থেকে এনওসি নিতে হবে। পরে তাদেরকে ফরেনার রিজিওনাল রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গিয়ে যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করতে হবে। এই বিষয়গুলো ওই দুই পরিবারকে জানানো হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে যাতে তারা মরদেহ ফেরত আনতে সর্বাত্নকভাবে সহযোগিতা করে।

বিজিবির মাধ্যমে মরদেহ ফেরত আনার বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন,ভারতীয় বিএসএফ’র সাথে অনেকবার পতাকা বৈঠক সহ নানা চেষ্টা করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। বিএসএফ জানিয়েছে,বিষয়টা পুরোপুরি ভারতীয় পুলিশ হ্যান্ডেল করছে। তাদের কিছু করার নেই। সেইক্ষেত্রে তারা বলেছে,পরিবারের পক্ষ থেকে বৈধ উপায়ে ভারতে এসে সকল কার্যাদী সম্পন্ন করে মরদেহ ফেরত নিতে হবে।’

পরিবারগুলোর মতে, সীমান্তে হত্যা হলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরদেহ ফেরত আনার উদ্যোগ ছিল না বললেই চলে। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়া নতুন কিছু নয়, তবে মরদেহ ফেরত না পাওয়ার এই ঘটনা সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ দুর্বলতাকেই তুলে ধরে। বিশেষ করে মাসব্যাপী সময় পেরিয়ে গেলেও মরদেহ দেশে না আসা, পরিবারের চোখের জলে ভেসে যাওয়া বাড়ি, এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ততাÑসব মিলিয়ে এটি একটি চরম মানবিক সংকট।

গাংনীতে ভূট্টাক্ষেত থেকে

অজ্ঞাত ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গোপালনগর মাঠের ভুট্টা ক্ষেত থেকে অর্ধগলিত অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গোপালনগর মাঠের আব্দুল খালেকের ভূট্টা ক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করেছে। চেহারা দেখে সনাক্ত করা সম্ভব নয় বলে জানা গেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, ভুট্টা ক্ষেতে মরদেহটি দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সনাক্ত হলে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি এই স্থানে পল্লী বিদ্যুতের নির্মাণাধীন লাইনের কিছু তার চুরির ঘটনা ঘটেছে। তার চুরি করতে এসে দুর্ঘটনায় এই অজ্ঞাত ব্যক্তি মারা যেতে পারেন বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নে স্বাধীন হোসেন
(২৪) নামে এক নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে নন্দলালপুর এলাকায় একটি আমগাছের ডালে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্বাধীন হোসেন কুমারখালী উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের মাঠপাড়া এলাকার আকমল হোসেনের ছেলে। তিনি পেশায় সোন্দাহ নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে এলাকার লোকজন সোন্দাহ নন্দলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে একটি আমগাছে স্বাধীন হোসেনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে তারা কুমারখালী থানা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সোলায়মান শেখ বলেন, “সকালে একজন নৈশপ্রহরীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।”

এ ঘটনায় কুমারখালী থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে বিল থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদরের সোনাদহ বিল থেকে আব্দুল লতিফ (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৯ মার্চ) সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। সে গোয়ালপাড়া গ্রামের মৃত আইনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ভোর রাতের দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পাশের সোনাদহ বিলে মাছ ধরতে যায় আব্দুল লতিফ। এর পর সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি।

পরে সকালে কৃষকরা বিলে তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশ ও পরিবারকে খবর দেয়। সেসময় পুলিশ তার পরিবারের সহযোগিতায় মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ওসি আরো জানান, মৃতের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি। ধারনা করা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হতে পারে।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নিজ বাড়ি থেকে রকিবুল ইসলাম (২৫) নামে একজন পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের কাতলামারী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রকিবুল ইসলাম এলাকার সামসুল ইসলামের ছেলে। তিনি পুলিশের কনস্টেবল পদে ঝিনাইদহ পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন এবং ৫২তম পুলিশ কনস্টেবল ব্যাচের সদস্য।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোমিনুল ইসলাম জানান, পুলিশ সদস্য রকিবুল ইসলাম ছুটিতে বাড়িতে আসেন। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেস হন। পরে আবার রুমে প্রবেশ করে ভেতর থেকে আটকে দিয়ে গলাই রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরে রকিবুলের স্ত্রী বাবার বাড়িতে রয়েছেন।

সেই সাথে আর্থিক ঋণের কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি এমন ঘটনা ঘটাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণের কাজ করছে।

ঝিনাইদহে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে রানা মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২ টার দিকে উপজেলার সড়াতলা গ্রামের নিজ ঘরের আড়া থেকে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

রানা মন্ডল ওই গ্রামের মঈনুদ্দিন মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রানার স্ত্রী শম্পা খাতুনকে আটক করেছে।

প্রতিবেশীরা জানান, স্ত্রীর সাথে বেশ কিছুদিন ধরে বনিবনা হচ্ছিল না রানার। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হতো।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি এম এ রউফ খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে।’

শৈলকুপায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটইবাজারে একটি অটো রাইস মিলের পাশে গাছের ডাল থেকে মিঠুন (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি

গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

মিঠুন শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে। শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদন্ত চলছে।

মরদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। এ ঘটনায় এলাকায় ভীতি ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে নিখোঁজের দু’দিন পর মিললো বৃদ্ধ’র মরদেহ

দু’দিন নিখোঁজের পর স্থানীয় মাঠ থেকে জবেদ আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ’র মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

রবিবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের একটি মাঠ থেকে জবেদ আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

জবেদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাদল শেখের ছেলে। সে পেশায় একজন কৃষক। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে । মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ জানান, নিশ্চিন্তপুর মাঠে ওই কৃষকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে। তবে তার মৃত্যুর কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

তবে, নিহতের বড় ছেলে আসাদুল ইসলাম জানান, গত দু’দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে তাকে পাওয়া যায়নি। পরিবারের আশংকা তাকে কেউ হত্যা করে তাকে মাঠে ফেলে রাখতে

পারে।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় পরিত্যক্ত খালে মিলল নিখোঁজ ভ্যান চালকের মরদেহ

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের দুইদিন পর পরিত্যক্ত খাল থেকে আলমগীর হোসেন (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের আইন্দিপুর মাঠ থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন (৪০) উপজেলার ভালাইপুর মাঝেরপাড়া এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে। গত ২ অক্টোবর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় সে।

পুলিশ জানায়, নিহত আলমঙ্গীর হোসেন ব্যাটারি চালিত ভ্যানের চালক ছিল। গত ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর ফেরেনি সে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

নিহতের ভাই জহুরুল ইসলাম জানান, গত বুধবার সন্ধ্যায় তার ভাই আলমঙ্গীর হোসেন ব্যাটারি চালিত ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। ওই দিন রাতে বাড়ি না ফিরলে তাকে অনেক খোঁজাখুজি করা হয় এবং আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। শুক্রবার সকালে আইন্দিপুর মাঠের একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে পরিত্যক্ত খাল থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে ভ্যানটি পাওয়া যায়নি। তার ধারণা, তার ভাই আলমঙ্গীকে হাত-পা বেধে হত্যা করে ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ থাকলে মামলা নেওয়া হবে।